বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-১৫

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

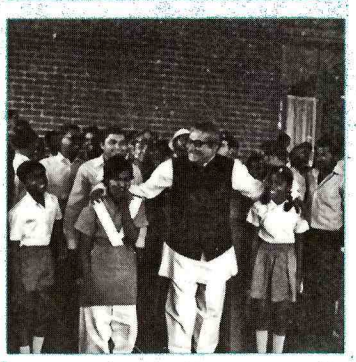

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

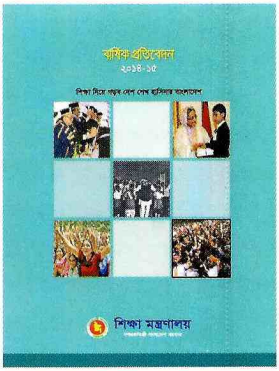

উপদেষ্টা

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদক

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা সহযোগী

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, যুগ্মসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
স্বপনকুমার নাথ, উপপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি
মোঃ আখতারউজ-জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ

শামসুল আলম

আলোকচিত্র

নুরুল আলম বাদল
কাদের ভূইয়া

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১৬

প্রকাশক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ

কালার গ্রাফিক

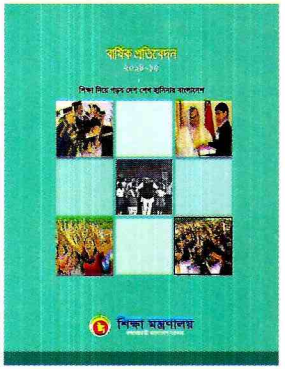

প্রসঙ্গ কথা

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে নির্বাচনি ইস্তেহার অনুযায়ী দিন বদলের কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মহাজোট সরকার। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ। এ লক্ষ্য অর্জনে সকল দল ও অংশীজনের অভিমতের ভিত্তিতে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান। আমরা বলি– শিক্ষা পরিবার, যার আওতায় দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের কাতারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে। আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক, উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। প্রচলিত, গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণায় তা সম্ভব নয়। এজন্য চাই বিশ্বমানের শিক্ষা, বিশ্বমানের জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা। একইসাথে আমাদের নতুন প্রজন্মকে হতে হবে নৈতিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল পরিপূর্ণ মানুষ।

দেশের উন্নয়নের জন্য কাঙ্ক্ষিত জনশক্তি গড়ে তুলতে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। বিপুল সংখ্যক শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসাসহ শিক্ষার্থী ঝরেপড়া কমাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, টিউশন ফি মওকুফ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়নসহ শিক্ষামুখী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব উদ্যোগের ফলে প্রায় শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাগত সমতা অর্জন, সমাজে ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমান সরকারের বিরাট সাফল্য হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তবে, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন, সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক যুগোপযোগী করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ১০ লাখের বেশি শিক্ষককে। সারাদেশে ব্যাপক শিক্ষা অবকাঠামো

গড়ে তোলা হচ্ছে। সকল উপজেলায় নির্মিত হচ্ছে উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন। শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নত ও আকর্ষণীয় করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তৈরি করা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম। দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও গবেষণায় বিশ্বব্যাংকের অর্থ সহায়তায় ২ হাজার ৬৫ কোটি টাকার হেকেপ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমাদের প্রত্যাশা, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি গবেষণা, জ্ঞান অনুসন্ধান ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও যুগোপযোগীকরণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরেকটি বড় সাফল্য। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য শুধু সনদনির্ভর বেকার তৈরির লেখাপড়া নয়; আমরা চাই বিশ্বায়নের এ যুগে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী আধুনিক বিজ্ঞান -প্রযুক্তি নির্ভর কর্মমুখী শিক্ষা। আমাদের প্রায় ১ কোটি লোক বিভিন্ন দেশে কর্মরত। কিন্তু দক্ষতার অভাবে তাঁরা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতে পারেন না। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা গেলে রেমিট্যান্স আয় আরও অনেক বেড়ে যাবে। এ ধরনের দক্ষ জনশক্তি দেশের উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারে। মাদরাসা শিক্ষায় কোরআন হাদিসসহ ধর্মীয় বিষয়সমূহের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে মাদরাসার ডিগ্রিধারী আলেমগণও এখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস অফিসার হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ২০০৯ সাল থেকে সারাদেশে ১ হাজার ৩শ-র বেশি মাদরাসায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আরও প্রায় দুই হাজার মাদরাসায় নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৩১টি মাদরাসায় প্রথমবারের মতো অনার্স কোর্স এবং একশ মাদরাসায় কর্মমুখী শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে। আলেম সমাজের শত বছরের দাবি পূরণ করে ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

শিক্ষার উন্নয়নে আমরা যতই কর্মসূচি গ্রহণ করি না কেন, শিক্ষকদের আন্তরিকতা ছাড়া এসব প্রচেষ্টা সফল হবে না। সাধারণ, কারিগরি, মাদরাসা শিক্ষার সব ধারাতেই শিক্ষকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক, সিলেবাস প্রভৃতি অনেক সমস্যাই উৎরে ওঠা সম্ভব, যদি শিক্ষকগণ তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। শিক্ষকগণ আমাদের শিক্ষা পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আমরা বলি– প্রধান নিয়ামক। তাঁদের মর্যাদা সবার উপরে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষকদের মান মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষায় অত্যন্ত আন্তরিক। নতুন জাতীয় বেতনস্কেলে সকল স্তরের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের উচ্চতর বেতনস্তরে উন্নীত করতে পদোন্নতির নতুন ধাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। চাকরি জাতীয়করণ, এম.পি.ওভুক্তি, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করি, জাতি গঠনে শিক্ষকগণ তাঁদের ওপর অর্পিত মহান দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করে যাবেন।

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ৭ বছরে ১ হাজার ৩৮৭টি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা এম.পি.ওভুক্ত করা হয়েছে। একইসময়ে এসব প্রতিষ্ঠানের ১ লাখ ১২ হাজার ৯৯১ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এম.পি.ওভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে ২ হাজার শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, ২ হাজার ৯৮৮ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৯ হাজার ৭৩২টি শিক্ষকের পদ তৃতীয় শ্রেণি হতে দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২৩টি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। সরকারি স্কুল ও কলেজ নেই এমন সব উপজেলায় ১টি করে স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ব্যক্তির আচার আচরণে প্রত্যাশিত গুণাবলি ও মৌলিক চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য। দক্ষতার ঘাটতির কারণে বিরাট জনগোষ্ঠী নিজ দেশেও বেকার। আর এ দক্ষতার পরিপূর্ণতা থেকেই মানুষ ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে। এ বাস্তবতা থেকে শিক্ষার সর্বজনীন শক্তিকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বরাবরের মতো ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। এ প্রতিবেদন শিক্ষাবিদ, গবেষক, কর্মকর্তা, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ সবার কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা **করছি। শিক্ষার** উন্নয়নে তাঁদের মন্তব্য, পরামর্শ, সমালোচনা আমরা সাদরে গ্রহণ করবো। এ প্রতিবেদন তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট **সকলকে** জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শিক্ষা পরিবারের সকলের জন্য রইলো শুভ কামনা।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু।

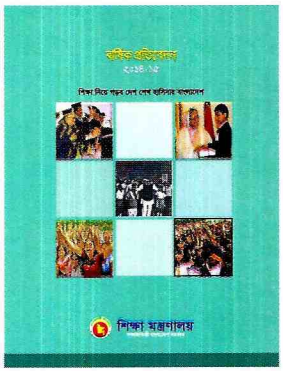

ভূমিকা

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য– মানসম্মত শিক্ষা প্রদান ও প্রসারের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা। এ লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে, ইতোমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও বিশেষ দৃষ্টি। তাঁর নেতৃত্বেই এসব যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেশের সার্বিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করছে। একই সাথে শিক্ষা পরিবারের অভিভাবক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উপদেশ, শ্রম ও নিষ্ঠায় সবাইকে নিয়োজিত রেখেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে উদাহরণতুল্য পরিবর্তন ও গতিশীলতায় বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ এখন অনুসরণীয় একটি দেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধু ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত দেশই এখন লক্ষ্য নয়, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর এবং এ ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই চূড়ান্ত লক্ষ্য।

শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষায় অর্জিত হয়েছে জেণ্ডার সমতা। বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি, অনুদান ও সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, অনলাইনে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সার্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন টেকসই করতে প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা ও দক্ষ জনশক্তি। এসব বিবেচনায় কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা প্রায় ১৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে। গঠন করা হয়েছে জাতীয় দক্ষতা কাউন্সিল। জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের তথ্য দিয়ে সাজানো হয়েছে এ বার্ষিক প্রতিবেদন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে; কিন্তু সীমিত পরিধি বিবেচনায় সব কাজের বিবরণ এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ক্ষেত-খামার কল-কারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

‘শিক্ষার সাথে আনন্দের সংযোগ ঘটাতে হবে। মানবপ্রেম, মনুষ্যত্ব, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর কৌশলকে শিক্ষার সাথে সম্মিলন ঘটাতে হবে। সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা নয়, নোট মুখস্ত করে পাস করার শিক্ষা নয়, আলোকিত মানুষ হওয়ার শিক্ষা চাই, সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গড়ার শিক্ষা চাই।’

মোঃ আবদুল হামিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"অর্জিত শিক্ষাকে কখনোই স্বার্থসিদ্ধিতে বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নয়, সমাজ ও জাতির কল্যাণের স্বার্থে আমরা বিনিয়োগ করতে চাই। দেশের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে আমরা উল্লেখ করেছি– সকলের জন্য স্বাস্থ্য, সকলের জন্য শিক্ষা ও সকলের জন্য বাসস্থান ইত্যাদি কর্মসূচিগুলোর আওতায় সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্রের জন্য স্বাস্থ্য, দরিদ্রের জন্য শিক্ষা, দরিদ্রের জন্য বাসস্থান ইত্যাদির লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।"

শেখ হাসিনা

মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [University Grants Commission (U.G.C.)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Secondary and Higher Education (D.S.H.E.)]
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড [National Curriculum & Text Book Board (N.C.T.B.)]
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি [National Academy for Educational Management (N.A.E.M.)]
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Technical Education (D.T.E.)]
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর [Educational Engineering Department (E.E.D.)]
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যায়ন কর্তৃপক্ষ [Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority (N.T.R.C.A.)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড [Board of Intermediate and Secondary Education (B.I.S.E.)]
  (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর)
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Technical Education Board (B.T.E.B.)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Madrasa Education Board (B.M.E.B.)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট [Bangladesh Madrasa Teachers Training Institute (B.M.T.T.I.)]
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Inspection and Audit (D.I.A.)]
- বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো [Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (B.A.N.B.E.I.S.)]
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন [Bangladesh National Commission for UNESCO (B.N.C.U.)]
- জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি [National Academy for Computer Training & Research (N.A.C.T.R.)]
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট [International Mother Language Institute (I.M.L.I.)]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড [Non-Government Teacher Employee Retirement Benefit Board]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট [Non-Government Teacher-Employee Welfare Trust]।

সূচিপত্র

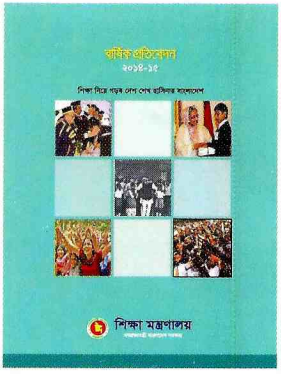

- সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ : সম্ভাবনাময় মেধার স্বীকৃতি ০১
- পাঠ্যপুস্তক উৎসব : বিনামূল্যে বই বিতরণ ০২-০৪
- মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি ও অনুদান : প্রান্ত থেকে কেন্দ্র–সবার জন্য শিক্ষা ০৫-০৬
- সাধারণ শিক্ষা : বিশ্বমানের লক্ষ্যে বিনির্মাণ ০৭-০৯
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : দক্ষ ও উদ্ভাবক প্রজন্ম ১০-১১
- অবকাঠামো উন্নয়ন : পরিবর্তনের নতুন দিগন্ত ১২-১৬
- মাদরাসা শিক্ষা : সমন্বিত উন্নয়ন ১৭-১৮
- সভা, সেমিনার ও কর্মশালা : নতুনত্বের সন্ধানে ১৯-২৪
- উন্নয়ন প্রকল্প : সময়োপযোগী উদ্যোগ ২৫-২৭
- কারিগরি শিক্ষা : দক্ষ মানবসম্পদ ২৮-২৯
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ : দিনবদলের উদ্ভাবন ৩০-৩৩
- প্রকাশনা : সৃজনে নন্দনে ৩৪-৩৫

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ : সম্ভাবনাময় মেধার স্বীকৃতি

দেশের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে অনন্য সাধারণ মেধাবী (Extraordinary Talent) অনুসন্ধানে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২ প্রণীত হয়। ২০১৩ সাল থেকে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় পর্যায় ও ঢাকা মহানগরী থেকে বাছাইকৃত প্রতিযোগী শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে জাতীয় পর্যায়ে সেরা ১২জন মেধাবী নির্বাচন ও পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কর্মসূচিতে জাতীয় পর্যায়ে ২৪ জনকে নির্বাচিত করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেধাবীদের প্রত্যেককে সনদ ও এক লাখ টাকার চেক প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৃজনশীল মেধাবী শিক্ষার্থীবৃন্দ

পাঠ্যপুস্তক উৎসব : বিনামূল্যে বই বিতরণ

একজন শিক্ষার্থীর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পাঠ্যবই তার মনের চিন্তাধারাকে সুগঠিত করে; পাশাপাশি তার মনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলে। শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন ঘটে পাঠ্যপুস্তকে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম-দশম শ্রেণির সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সংশোধন, পরিমার্জন ও পুনর্লিখন এবং সময়মতো সকল শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাথে রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা

নতুন বই হাতে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া কমানো, শিক্ষার মানোন্নয়ন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে বছরের প্রথম দিনে সকল শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস উদযাপন করা হয়ে থাকে। এ উৎসবের দিন সারাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।

২০১৫ সালে ৪,৪৪,৫২,৩৭৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩২,৬৩,৪৭,৯২৩ কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক উৎসবে উল্লসিত শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

- ২০১৫ সালে স্তর অনুযায়ী বিতরণকৃত পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা নিচের সারণীতে উল্লেখ করা হলো :

বছর	প্রাক-প্রাথমিক	প্রাথমিক	ইবতেদায়ি	দাখিল	এসএসসি ভোকেশনাল	মাধ্যমিক	বিতরণকৃত মোট বই
২০১৫	১২০৩৩০৫৮	১১৫১০০৭১৫	১৭৯৬৯৪২০	৩০৯২৯১৮২	২১১২১৫৫	১৪৮২০৩৩৯৩	৩২৬৩৪৭৯২৩

মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি ও অনুদান : প্রান্ত থেকে কেন্দ্র–সবার জন্য শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি, ঝরেপড়া কমানো, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থী সমতার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নারীশিক্ষা বিস্তার, উপবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালা এবং মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়ে থাকে। যা মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরেপড়া হ্রাস এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

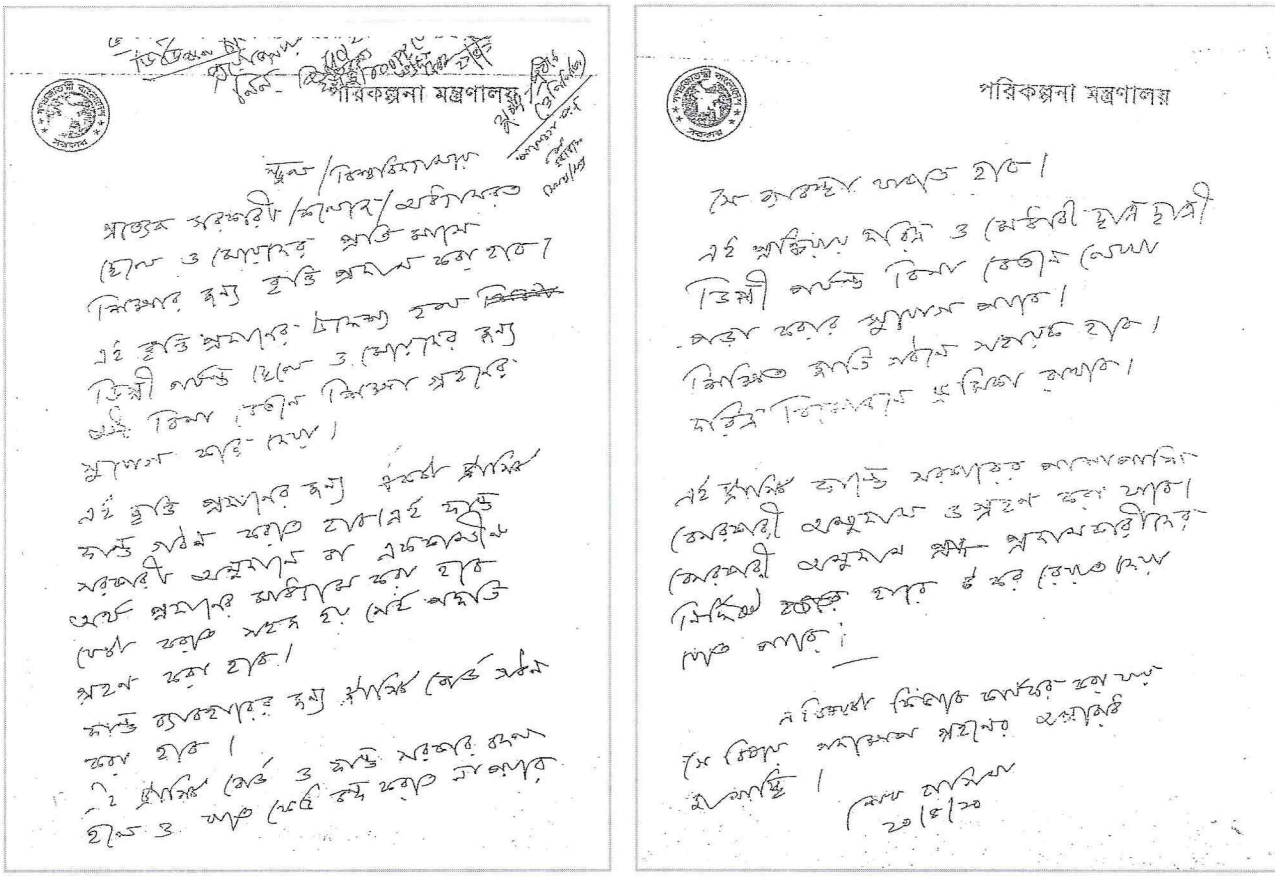
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বহস্তে লিখিত নির্দেশনা

• প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ধারণা, অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়। ট্রাস্ট-এর প্রধান লক্ষ্য– দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেন অভিভাবকদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির চেক প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ছাত্রীদের সাথে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে স্নাতক(পাস) ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,০৮,৮৮৬ জন(ছাত্রী ১,৬৯,৮৪৬জন ও ছাত্র ৩৯,০৪০জন) শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১৩,৬১,৩৩,৫৬০.০০(একশ তের কোটি একষট্টি লাখ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট টাকা) বিতরণ করা হয়েছে।

- দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে 'আর্থিক সহায়তা নীতিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে স্কুল, মাদরাসা এবং স্নাতক(পাস) ও সমমান পর্যায়ে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ২,৪১,০০০.০০(দুই লাখ একচল্লিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গুরুতর আহত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের ৯৫,০০০.০০ (পঁচানব্বই হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক পোস্টার ছাপানো হয়েছে এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে বিতরণ করা হয়েছে;

সাধারণ শিক্ষা : বিশ্বমানের লক্ষ্যে বিনির্মাণ

সকল স্তরে শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। একইসংগে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে সাধারণ শিক্ষার উন্নয়নে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করা।

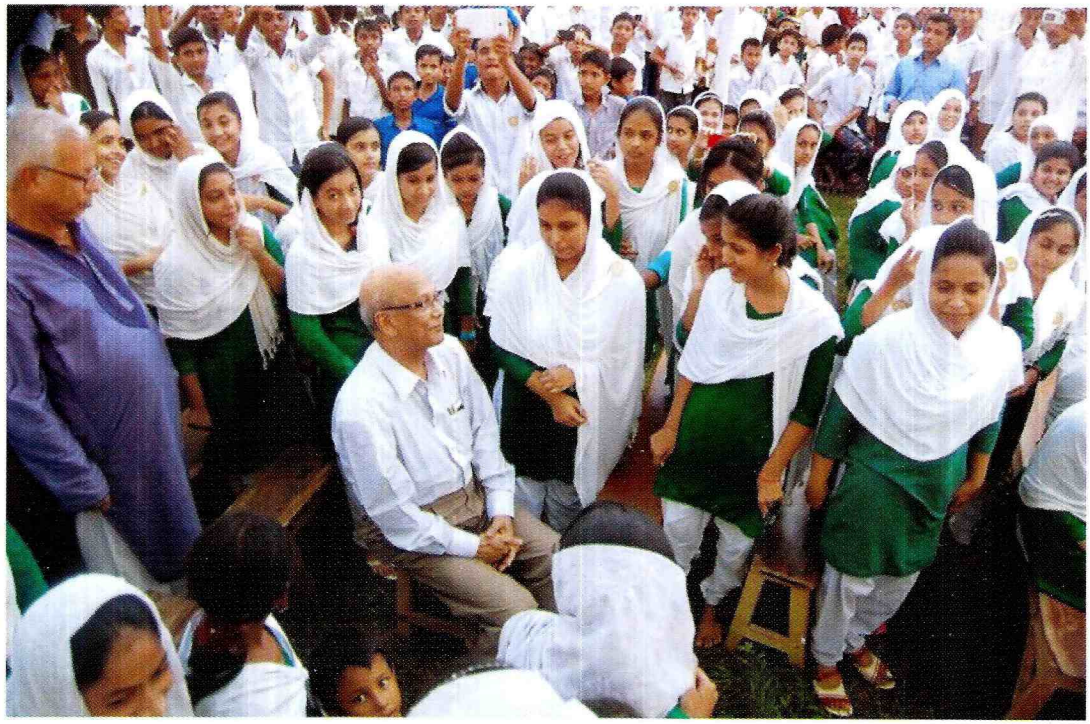

শিক্ষার্থীদের সাথে নিবিড় আলোচনায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

- এ অর্থবছরে ৩৩তম বিসিএস-এর মাধ্যমে ৯৮৭জন প্রভাষক নিয়োগ এবং ২৭৬৭ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে;
- Secondary Education Sector Investment Program (S.E.S.I.P.)-এর আওতায় ১৩০৫ জন কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া ২০১৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে ১,১৩৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ;
- ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৪টি কলেজ পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষসহ অন্যান্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ইতোমধ্যে ০৩টি কলেজ ও ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২৭৫টি পদ স্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে;
- ৪২০জন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ১৫৮জন সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ীকরণ হয়েছে।

এ ছাড়াও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত ১৫০০ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর চাকরি স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০১৪ সালে প্রধান শিক্ষক পদে ১৯৮ জনকে পদোন্নতি প্রদান এবং ১৮৬৪ জন সহকারী শিক্ষকের চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮,৩০১ জন শিক্ষক ও ৭৫৯ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক ও ১,৫৮৯ জন কর্মচারী (সি.টি.সি.এফ)কে এম.পি.ওভুক্ত করা হয়েছে;
- Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (S.E.Q.A.E.P.) প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫অর্থবছরে সারাদেশে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ২০৭৬৬০টি অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে;
- ২০১৫ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ৭৬৭জন অতিরিক্ত শ্রেণি শিক্ষক (এ.সি.টি.) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ;

Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (S.E.Q.A.E.P.) প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সারাদেশে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ২০৭৬৬০টি অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে।

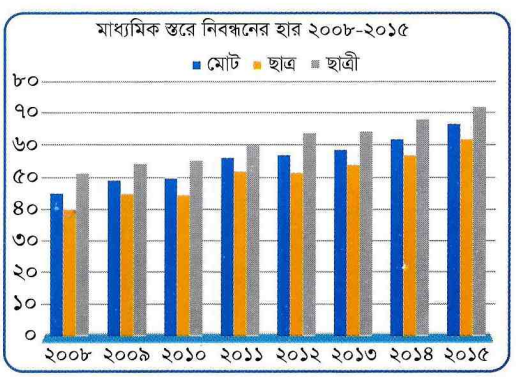

- বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সুপেয় পানীয় জল নিশ্চিত করতে ২৫০টি ডিপ টিউবওয়েল, ২০০টি ওয়াটার পাম্প ও ট্যাংক, ১০২টি ওয়াশব্লক, ১০০টি সোলার ওয়াটার স্থাপন এবং ২৫০টি শ্রেণিকক্ষ সংস্কার করা হয়েছে ;
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯,৬২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাঠাভ্যাস কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে;

- এস.এস.সি পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১৫ সালে ১,৭২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ৮৭,০২৭ জন শিক্ষার্থীকে ইনসেনটিভ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে;

ফলাফল ২০১৫

পরীক্ষা	অবতীর্ণ শিক্ষার্থী		উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী		পাসের হার	
	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী	মোট	ছাত্রী
এসএসসি	১১০৮৬৮৩	৫৬০৩২১	৯৬১৪০৫	৪৮৩৪৭০	৮৬.৭২	৮৬.২৮
এইচএসসি	৮৭৬৪৭৬	৪৩০৯০১	৫৭৭০৮৭	২৮৯৭৯৪	৬৫.৮৪	৬৭.২৫

সূত্র : ব্যানবেইস

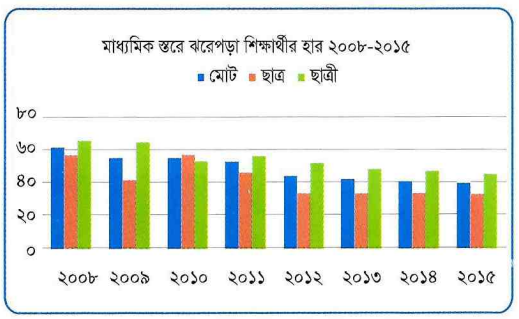

- ২৯২ কোটি টাকার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রমে শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে;
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ১৭৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে তদন্ত প্রতিবেদন যথাযথ সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিধি বহির্ভূতভাবে অদক্ষ ও অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়েছে। এখন দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং ও ভর্তি বাণিজ্য এবং পরীক্ষার ফিসহ আনুষংগিক অতিরিক্ত অর্থ আদায় ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে;

- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে পরিদর্শনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, ন্যায়বোধ, সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃংখলা ও সৎ জীবনযাপনের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষাদানে অধ্যবসায়ী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে;
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কোটা যথাযথভাবে পূরণে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে;

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭২১৪ জন শিক্ষক কর্মচারীকে ১২১ কোটি ৩৯ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। হজ গমনেচ্ছু ২৭১ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রদান করা হয় ৬,৩৯,৭২,৭৫০.০০ টাকা।

অবসরপ্রাপ্ত ২৮৯ জন মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক কর্মচারীকে প্রদান করা হয় ৬,১০,২৬,৭২৪.০০ এবং অসুস্থ, প্রয়াত ও কন্যাদায়গ্রস্ত ৮৬৫ জন শিক্ষক কর্মচারীকে প্রদান করা হয় ১৯৮,০৪,৯০,৪১০.০০ টাকা।

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা, হজ গমনেচ্ছুসহ ৭৯৭৬ জন শিক্ষক ও কর্মচারীকে অবসর সুবিধার সর্বমোট ২৬৯,৭৮,৬১,৬৫৩ টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭২১৪ জন শিক্ষক কর্মচারীকে ১২১ কোটি ৩৯ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। হজ গমনেচ্ছু ২৭১ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রদান করা হয় ৬,৩৯,৭২,৭৫০.০০ টাকা।

  অবসরপ্রাপ্ত ২৮৯ জন মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক কর্মচারীকে প্রদান করা হয় ৬,১০,২৬,৭২৪.০০ এবং অসুস্থ, প্রয়াত ও কন্যাদায়গ্রস্ত ৮৬৫ জন শিক্ষক কর্মচারীকে প্রদান করা হয় ১৯৮,০৪,৯০,৪১০.০০ টাকা।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট গত সাড়ে ৬ বছরে ২১৪৪ জন মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক কর্মচারীকে কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয় ৪৪ কোটি টাকা। ৩৮৬৯ জন অসুস্থ শিক্ষক কর্মচারীদেরকে কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয় ৭২ কোটি টাকা। ৩০৪৯ জন হজযাত্রী শিক্ষক কর্মচারীকে কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয় ৭০ কোটি টাকা;

৩৩তম বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রভাষক পদে যোগদানকৃত শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : দক্ষ ও উদ্ভাবক প্রজন্ম

দেশের সার্বিক উন্নয়ন, বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আই.সি.টি. জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষায় সকল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- সরকারি কলেজসমূহে আই.সি.টি. বিষয়ে ২৫৫টি প্রভাষক পদ সৃষ্টি এবং শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

- ৩৩টি মাদরাসাকে মডেল মাদরাসা হিসাবে ঘোষণা করে উক্ত মাদরাসাসমূহে অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ, উন্নতমানের আসবাবপত্র সরবরাহ, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, প্রয়োজনীয় উপকরণসহ কম্পিউটার প্রদান এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে;

- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২৮৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

- ব্যানবেইস লাইব্রেরি ও তথ্যায়ন কেন্দ্রের ১১৮১টি পুস্তক ই-ক্যাটালগিং করা হয়েছে এবং এ কেন্দ্রের নিজস্ব প্রকাশনাসহ ৪২টি পুস্তক ই-বুকে রূপান্তর ও তা ব্যানবেইস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে;

উপজেলা আই.সি.টি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (U.I.T.R.C.E.) প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় উপজেলা আই.সি.টি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্সেস সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব কেন্দ্রে সার্ভার, নেটওয়ার্কিং, জেনারেটর, পি.সি. ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া **প্রজেক্টর স্থাপন** করা হয়েছে;

- উপজেলা আই.সি.টি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (U.I.T.R.C.E.) প্রকল্পের আওতায় ১২৫টি উপজেলায় উপজেলা আই.সি.টি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্সেস সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব কেন্দ্রে সার্ভার, নেটওয়ার্কিং, জেনারেটর, পি.সি. ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন করা হয়েছে;

নবনির্মিত উপজেলা আই.সি.টি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার (U.I.T.R.C.E.)

- KOICA-র সহায়তায় Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং ১৭০০টি কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে;

- GIS হালনাগাদকরণ ও প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পয়েন্ট ফিচার সংগ্রহ এবং GIS ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান যাচাই ও আপডেট করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা, স্বীকৃতি ইত্যাদি সম্পন্ন করে আসছে;

- সেকায়েপ প্রকল্পের PMT Validation ও Compliance verification সম্পন্ন এবং প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে;

- ইস্টাবলিশমেন্ট অব ফরেন ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারস-২ (এফ.এল.টি.সি-২) প্রকল্পের অধীনে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের জন্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় (ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান, জাপানি, ফ্রেঞ্চ) দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে সরকারি আলিয়া মাদরাসাসহ ১০টি পোস্ট-গ্রাজুয়েট সরকারি কলেজে ১২টি Digital Language Laboratory চালু করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১৮টি Digital Language Laboratory স্থাপন করা হয়েছে;

- **অনলাইন বদলি কার্যক্রম**

  সরকারি কলেজ, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারী, জেলা শিক্ষা অফিস এবং আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অনলাইন বদলি কার্যক্রম ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে;

- ২০১৪ সালের নভেম্বর হতে ই-টেন্ডারিং-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ৫২ জন কর্মকর্তা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে সেসিপ ও সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় ই-টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

- মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ই-টেন্ডারিং-এর উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ই-গভার্নেন্স বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সকল ধরনের আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে;

- মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণ, গতিশীলতা আনয়ন এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগীদের হয়রানি কমানোর লক্ষ্যে অনলাইনে এম.পি.ও. কার্যক্রম ২০১৫ সালের মে মাস থেকে চালু করা হয়েছে। এতে এম.পি.ও পদ্ধতির জটিলতা অপসারিত হয়েছে। ফলে শিক্ষকদের ভোগান্তি এবং অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে;

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনলাইনে এম.পি.ও কার্যক্রম উদ্বোধন

- সকল শিক্ষা বোর্ডে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, ফলাফল প্রকাশ, ফল পুনঃনীরিক্ষণসহ সকল আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড অনলাইন পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে;

- বোর্ডসমূহের দৈনন্দিন কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোড করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে, প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীও প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে পারছে;

- প্রতিটি শিক্ষাবোর্ডে শিক্ষক ডাটা ব্যাংক তৈরি করা হয়েছে;

- এন.টি.আর.সি.এ. পরিচালিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রার্থীদের আবেদনপত্র পূরণ, ফি জমা, প্রবেশপত্র গ্রহণ ও প্রেরণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে;

- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সকল আবেদনপত্রে Barcode যুক্ত করা হয়েছে। N.T.R.C.A. কর্তৃক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বারকোড-সম্বলিত সনদ বিতরণ করা হচ্ছে;

অবকাঠামো উন্নয়ন : পরিবর্তনের নতুন দিগন্ত

- ৩১৬ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্পের আওতায় ৯৬টি নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে;

নবনির্মিত ভবন, মডেল স্কুল

- ৩১৬ উপজেলায় নির্মিত ১৫৩টি মডেল স্কুলের মধ্যে ১৫০টিতে কম্পিউটার সামগ্রী, ১০০টিতে ফার্নিচার এবং ২৩০টিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে ;

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ৯৭৩.০৮ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন, আবাসিক হল নির্মাণ, আবাসিক কোয়ার্টার, ডরমিটরি, জিমনেসিয়াম, অডিটরিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে;

- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি জিমনেসিয়ামের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

- যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬৭৭.০০ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০তল বিশিষ্ট একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে;

- বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এ ২৬৮৭.০০ লাখ টাকা ব্যয়ে ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভবনের নির্মাণ ও ৫১৩৫.০০ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি ছাত্রী হল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে;

একাডেমিক ভবন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

- ২৩৫.০০ লাখ টাকা ব্যয়ে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম রোকেয়া হলের আনুভূমিক সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়েছে;

- ২৯৯.০০ লাখ টাকা ব্যয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে;

- পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭৭২.০০ লাখ টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হলের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে;

- তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় নির্বাচিত ১৫০০ বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক

প্রকল্প(জুলাই ২০১২- জুন ২০১৭) চলমান রয়েছে। প্রকল্প ব্যয় : ২৩৮৭৭০.০০ লাখ টাকা (পূর্ত-২০৭৫৮৬.২৭ লাখ টাকা)। এর মধ্যে রয়েছে ভবন নির্মাণ, কম্পিউটার ও সামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি।

বালিয়াকান্দি ডিগ্রি কলেজ, সেনবাগ, নোয়াখালী

এ প্রকল্পের আওতায় ১৯৬টি কলেজে একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত এবং ১,০৫৯টি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;

গংগাচড়া ডিগ্রি কলেজ, রংপুর

'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ সংশোধিত প্রকল্প (জানুয়ারি ২০০৬ - জুন ২০১৪) । প্রকল্প মূল্য : ৮৯৫৩২.০০ লাখ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে তিনতল ভিত বিশিষ্ট একতল একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ পয়:প্রণালি, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুতায়ন এবং আসবাবপত্র সরবরাহ। প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান : ২১৩৪টি। বাস্তব অগ্রগতি : শতভাগ। আর্থিক অগ্রগতি : ৮৪৯৩০.৬৪ লাখ টাকা।

- শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প(৭০টি) [আগস্ট ২০১০- ডিসেম্বর ২০১৬]। প্রকল্প ব্যয় : ৬৫৫১২.০০ লাখ টাকা (পূর্ত-৫৫৫৩৫.৯২ লাখ টাকা)। একাডেমিক-কাম-এক্সামিনেশন হল, বিজ্ঞান ভবন, প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষার্থী নিবাস, স্টাফ কোয়ার্টার, সীমানা প্রাচীর, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, অধ্যক্ষের বাসভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, তৈজসপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বইপত্র সরবরাহ। এর মধ্যে ২২টি কলেজের একাডেমিক ভবন এবং ১৯টি ভবনের সম্প্রসারণ করা হয়েছে ।

- জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৯৫টি কলেজের মধ্যে ৪০টির কাজ সমাপ্ত, বাকিগুলোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (TQI-II):

- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের ০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সি.সি.এস কাম ই-ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে ০৩ কক্ষ বিশিষ্ট উর্ধ্বমুখী অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ সংশোধিত প্রকল্প (জানুয়ারি ২০০৬ - জুন ২০১৪ । প্রকল্প মূল্য : ৮৯৫৩২.০০ লাখ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে তিনতল ভিত বিশিষ্ট একতল একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ পয়:প্রণালি, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুতায়ন এবং আসবাবপত্র সরবরাহ। প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান : ২১৩৪টি। বাস্তব অগ্রগতি : শতভাগ ;

- নির্বাচিত বেসরকারি ৩০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১১- জুন, ২০১৬); প্রকল্প ব্যয় : ২২৫৩১৫.৪১ লাখ টাকা। এর মধ্যে ২২৩০ টি প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

- নির্বাচিত বেসরকারি ১০০০ মাদরাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে (জুলাই ২০১১–জুন ২০১৬) ৭৭০টি প্রতিষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় : ৭৩৮২৪.০০ লাখ টাকা;

কুমারপুর আরজানিয়া আলিম মাদরাসা , বাগমারা, রাজশাহী

কোস্টাল এলাকার জন্য ৪তল ভিতের উপর (নিচ তল ফাঁকা রেখে) দোতলায় ৩টি শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট ব্লক

- ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পে শিক্ষকদের আবাসিক ভবন, একাডেমিক ভবন এবং রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ১২তল ভিত বিশিষ্ট ৩তল একাডেমিক ভবন ও শিক্ষকদের আবাসিক ভবন নির্মাণ চলমান। বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ;

- মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৩-জুন ২০১৬); প্রকল্প ব্যয় : ২৭৬১.৯২ লাখ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৭টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান; বাস্তব অগ্রগতি : ৫০ শতাংশ;

- 'সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, সখীপুর, টাঙ্গাইল'(জুলাই ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৬) প্রকল্প; প্রকল্প বরাদ্দ : ২২০২.০২ লাখ টাকা। ৫০০ আসন বিশিষ্ট বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, গভীর নলকূপ স্থাপন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি;

- বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলাধীন সুন্দরবন মহিলা ডিগ্রি কলেজের ২০০ শয্যার ছাত্রীনিবাস নির্মাণ (জানুয়ারি ২০১২ – জুন ২০১৪); প্রকল্প মূল্য : ৯২৩.৫০ লাখ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি : শতভাগ।

- অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সিলেট জেলার সরকারি এম.সি. কলেজের ছাত্রাবাস পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার কাজ (জুলাই ২০১২ – জুন ২০১৪); প্রকল্প মূল্য : ৫০০.০০ লাখ টাকা। ৩টি ছাত্রাবাস পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি : শতভাগ;

- জামালগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১২ – জুন ২০১৫); প্রকল্প মূল্য : ৫৮০.৫০ লাখ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি : ৮০ শতাংশ;

- বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার আবুল কালাম ডিগ্রি কলেজের ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল নির্মাণ (জুলাই ২০১২ – জুন ২০১৪)। প্রকল্প বরাদ্দ : ৩৭৫.০০ কোটি টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৮৫ শতাংশ;

- ভোলা সরকারি ফজিলাতুননেছা মহিলা কলেজের ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ (মেয়াদ জুলাই ২০১২ – জুন ২০১৫) প্রকল্প। প্রকল্প মূল্য ৩৪৬.৫০.০০ লাখ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৪০ শতাংশ;

- ভোলা জেলার চরফ্যাশন কলেজে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (মেয়াদ : জুলাই ২০১২–জুন ২০১৫); প্রকল্প মূল্য : ৩৬৪.০০ লাখ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি : ৮০ শতাংশ;

- খুলনা পাবলিক কলেজ উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১২–জুন ২০১৫); প্রকল্প মূল্য : ৫৫৫.৫০ লাখ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি : ৩৫ শতাংশ; এবং আর্থিক অগ্রগতি : ২৫২.০০ লাখ টাকা;

- মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার বরহামগঞ্জ সরকারি কলেজের উন্নয়ন (মেয়াদ : জুলাই

২০১২ – জুন ২০১৫); প্রকল্প মূল্য : ৩৭৪.২২ লাখ টাকা। ৫তল ভিত বিশিষ্ট ৫তল একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ;

- বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০০৯- জুন ২০১৫); প্রকল্প বরাদ্দ : ১০৪৪৮.০০ লাখ টাকা (পূর্ত- ৮৮৫৫.০০ লাখ টাকা)। ৬ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল একাডেমিক ভবন ০২টি, ৬ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল প্রশাসনিক ভবন ০২টি, ৫ তল ভিত বিশিষ্ট ছাত্র হল ০২টি, ৫ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল ছাত্রী হল ০১টি, ৫ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল ডরমিটরি ০২টি, ৫তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল ক্যাফেটেরিয়া ০১টি, ৪ তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল লাইব্রেরি ভবন ০১টি এবং ২ তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল উপাচার্যের অফিস কাম বাসভবন ০১টি। বাস্তব গড় অগ্রগতি : ৪৫ শতাংশ ও আর্থিক অগ্রগতি : ৩৮৯০.০৪ লাখ টাকা;

- পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প (মেয়াদ : জানুয়ারি ২০০৯–জুন ২০১৫); প্রকল্প মূল্য : ১০৫৪৫.০০ লাখ টাকা (পূর্ত- ৭৮৩২.১৪ লাখ টাকা)। ১০তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল একাডেমিক ভবন ০১টি, ৬ তল ভিতবিশিষ্ট ৫ তল একাডেমিক ভবন ০২টি, (১টি সমাপ্ত), ৬ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল প্রশাসনিক ভবন ০১টি, ৬ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল ছাত্রহল ০২টি, ৬ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল ছাত্রীহল ০১টি, ৫ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল ডরমিটরি ০২টি, ৫ তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল ক্যাফেটেরিয়া ০১টি, ৩ তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল লাইব্রেরি ভবন ০১টি এবং ২ তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল উপাচার্যের অফিস কাম বাসভবন ০১টি, ৩ তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল মসজিদ ০১টি; বাস্তব অগ্রগতি : ৬৫ শতাংশ।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ স্থাপন প্রকল্প (মেয়াদ : অক্টোবর ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১৪); প্রকল্প মূল্য : ১০০০০.০০ লাখ টাকা (পূর্ত- ৮৩৩৯.৭০ লাখ টাকা)। ৬ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল একাডেমিক ভবন ০২টি, ১০ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল প্রশাসনিক ভবন ০১টি, ৬ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল ছাত্রহল ০২টি, ৬ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল ছাত্রীহল ০১টি, ৫ তল ভিত বিশিষ্ট ৫ তল ডরমিটরি ০২টি, ৫ তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল ক্যাফেটেরিয়া ০১টি, ২ তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল লাইব্রেরি ভবন ০১টি এবং ২ তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল উপাচার্যের অফিস কাম বাসভবন ০১টি। বাস্তব অগ্রগতি : ৯০ শতাংশ;

- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০০৮- জুন ২০১৬); প্রকল্প বরাদ্দ : ১০৭০০.০০ লাখ টাকা (পূর্ত- ৯৭৩৩.৫১ লাখ টাকা)। ২০ তল ভিত বিশিষ্ট ১৭ তল ছাত্রী হল ১টি, একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৮ তল ভিত বিশিষ্ট ১৬) ১টি, ডরমিটরি ভবন এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ(২য় তল হইতে ৬ষ্ঠ তল) ১টি, ইউটিলিটি ভবন এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ(৩য় তল–৬ষ্ঠ তল) ১টি;

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প-২য় পর্যায় (মেয়াদ : নভেম্বর ২০১১ – অক্টোবর ২০১৫) প্রকল্প বরাদ্দ ঃ ৪৬৭৬.৯৭ লাখ টাকা (পূর্ত- ৩২৮১.৯৭ লাখ টাকা) প্রকল্প মূল্য : ৬৪৭৬.৯৭ লাখ টাকা। মূল ভবন (৪র্থ তল হতে ৬ষ্ঠ তল) পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

- 'সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুন ২০১৪- জুন ২০১৭); প্রকল্প বরাদ্দ : ১১৮৬২.১৬ লাখ টাকা। প্রকল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠান : ৩৩টি, প্রক্রিয়াধীন : ৩৩ টি। (১) ২০ তল ভিত বিশিষ্ট ১টি বেসমেন্টসহ ৪ তল প্রধান কার্যালয় নির্মাণ, (২) ৫ তল ভিত বিশিষ্ট ২ তল ৩২টি জেলা পর্যায়ের অফিস ভবন নির্মাণ কাজ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ;

- শেখ হাসিনা একাডেমি এন্ড উইমেন্স কলেজ, কালকিনি, মাদারীপুর-এর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মেয়াদ : জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৬); প্রকল্প মূল্য : ১৮১২.০০ লাখ টাকা। একাডেমিক ভবন ও আবাসিক হলের কাজ চলমান রয়েছে।

- শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১৫২০.৭০ লাখ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫০৪.১৩ লাখ টাকা এবং অগ্রগতি শতভাগ;

শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ

সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ এবং সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের উন্নয়ন (মেয়াদ : ২০১৩-১৬) প্রকল্প। বরাদ্দ : ৯৯৬.৭৯ লাখ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি : ৩০শতাংশ; আর্থিক অগ্রগতি : ৫০.০০ লাখ টাকা;

- সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন (সিলেট-২, বরিশাল-২, খুলনা-৩টি = ৭টি) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৭টি বিদ্যালয়ের জন্য ৮.৭০৮১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ও ৪টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান;

- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৬ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুল রূপান্তর প্রকল্পের ২২৩টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

- ঢাকা মহানগরীতে ১১টি স্কুল ও ৬টি কলেজ (সরকারি) নির্মাণ প্রকল্প। ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গড়ে ৩৬ শতাংশ ভূমি উন্নয়ন, ৭টি প্রতিষ্ঠানের গড়ে ৪০ শতাংশ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং ১১টি প্রতিষ্ঠানের গড়ে ৩০ শতাংশ একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৪টি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। অবশিষ্ট ০৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ ৯০ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে:

- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (S.E.S.D.P.)-এর আওতায় ৬৬টি নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ এবং ওভারক্রাউডেড বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ২৫০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট নির্মাণ ও টিউবওয়েল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে;

- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই সংযোগ, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর স্থাপন, শহিদ মিনার পুনঃনির্মাণ, একাডেমিক ভবন এর ৩য় তলর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, হোস্টেল রেজিস্ট্রেশন ও অভ্যর্থনা কক্ষ সজ্জিতকরণ, প্রশাসনিক ভবন সংস্কার এবং ২টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে;

- ১২ তল ভিতবিশিষ্ট কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প। ব্যয় বরাদ্দ : ৩৪৭.৫৪ লাখ টাকা;

- বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল এর প্রশাসনিক, একাডেমিক ভবন, হোস্টেল, অধ্যক্ষের ভবন ও কর্মকর্তা-আবাসিক ভবন নির্মাণ। মোট ১২টি ভবনের নির্মাণ ব্যয়: ৬৫৩১.৪৮ লাখ টাকা;

মাদরাসা শিক্ষা : সমন্বিত উন্নয়ন

ইসলামি মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে, পরিবর্তিত জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি, জুনিয়র দাখিল, দাখিল এবং আলিম স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে;

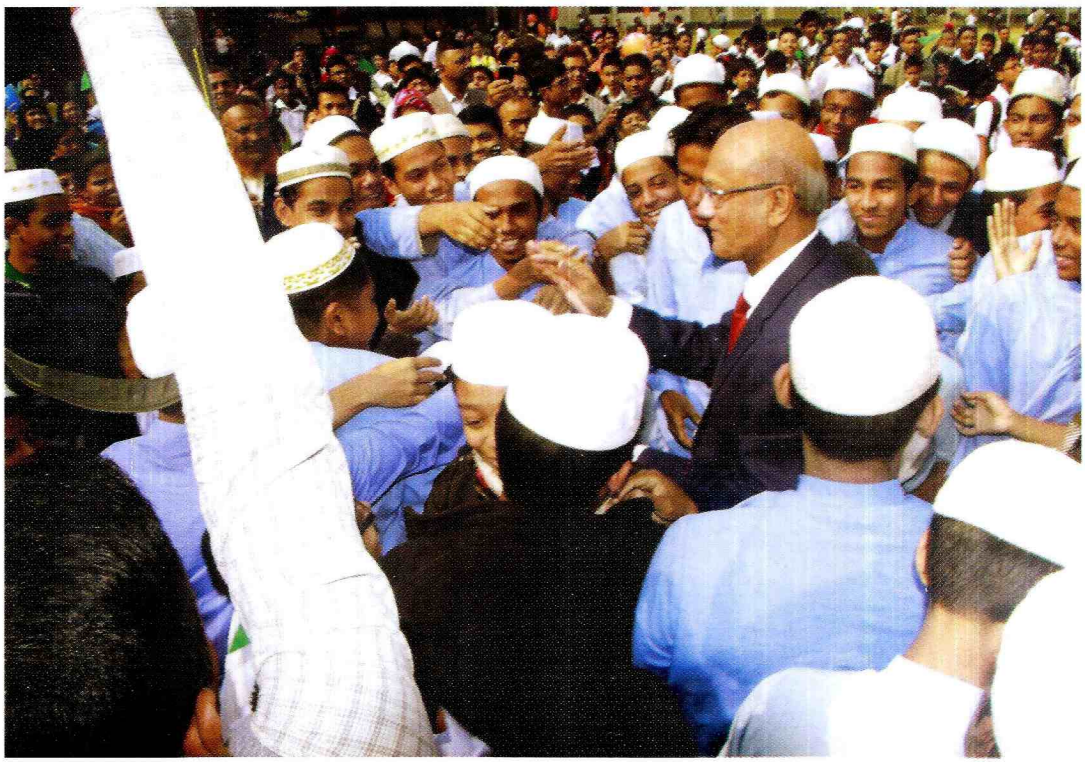

মাদরাসা শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতগুলো মৌলিক বিষয়ে সমগুণাবলি এবং অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলা- ১ম ও ২য় পত্র, ইংরেজি- ১ম ও ২য় পত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয়েছে;
- ইবতেদায়ি থেকে দাখিল ৯ম-১০ম পর্যন্ত সর্বমোট ৫৩টি পাঠ্যপুস্তক মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী পরিমার্জন করা হয়েছে;

মাদরাসা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন

মাদরাসাসমূহে পাঠদান পদ্ধতির আধুনিকায়নে অভিন্ন পাঠ-পরিকল্পনার ছক তৈরি ও মাদরাসা

বোর্ড এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক পাঠদান পদ্ধতি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে;

- মাদরাসা শিক্ষার্থীদের আরবি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত বাচনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাদরাসার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ১০ নম্বর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আরবি বিষয়ের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে;

- মাদরাসা শিক্ষাধারার ৬ষ্ঠ শ্রেণির কুরআন মজিদ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি ১ম পত্র এবং আরবি ২য় পত্রসহ ৪টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সেসিপ প্রকল্পের অর্থায়নে ৪টি বিষয়ে ইন্টার‍্যাকটিভ ডিজিটাল ভার্সন প্রস্তুত করা হচ্ছে;

মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ি স্তরে ২০১৪ সালে ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ হাজার শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। জেডিসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০০০ শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং ৪০০০ শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

- সাধারণ শিক্ষাধারার সাথে প্রশ্নপদ্ধতির সাদৃশ্য বজায় রেখে ২০১৫ সালে জুনিয়র দাখিল স্তরে ০৯টি বিষয়, দাখিল স্তরে ১৫টি এবং আলিম স্তরে ০৮টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু করা হয়েছে;

- মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বাধাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষার আবশ্যিক বিষয়সমূহে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সমান নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে;

মাদরাসার অবকাঠামোগত উন্নয়ন

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে ১২৬৬ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৩০টি মাদরাসায় বহুতল ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

- ১০১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশের নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ৯৫টি মাদরাসায় শিক্ষার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রেণিকক্ষ আধুনিকায়ন, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে;

- ৫২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মাদরাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

- জাতীয়ভাবে জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষা গ্রহণ এবং মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ি স্তরে ২০১৪ সালে ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ হাজার শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। জেডিসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০০০ শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং ৪০০০ শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে;

- ADB-এর অর্থায়নে Capacity Development for Madrasah Education প্রকল্পের অধীনে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া ADB-এর আর্থিক সহায়তায় নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে উন্নতমানের সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও কারিগরি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;

- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দাখিল স্তরের ৮টিতে পাঠদানের অনুমতি ও ১৯টির একাডেমিক স্বীকৃতি, আলিম স্তরে ১৫টির পাঠদান, ৪টির একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দাখিল স্তরে ৪টিতে বিজ্ঞান বিভাগ, ১১৫টিতে তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি এবং আলিম স্তরে ৯টিতে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সভা, সেমিনার ও কর্মশালা : নতুনত্বের সন্ধানে

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহে ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত ও জাতীয় শোক দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। জাতীয় দিবস পালনে সভা, সেমিনার, সমাবেশ, র‍্যালি, শিশুদের চিত্রাংকন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৪-এর আলোচনা সভায় শিক্ষাসচিব (সাবেক অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়) জনাব মো. সোহরাব হোসাইন

- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শেখ হাসিনা। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি। প্রবন্ধ পাঠ করেন কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী;

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ ও ইউনেস্কোর ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২০১৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে Preservation and Promotion of Mother Language and Multilingualism: Scope to Make IMLI as a Research Hub শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী ড. পবিত্র সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারের প্রথম অধিবেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিলিস ডেইলি, নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দানরাজ রেগমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব নায়রা খান।

  দ্বিতীয় অধিবেশনে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর প্রফেসর ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশে ইউনেস্কোর সাবেক প্রতিনিধি জার্মানির উল্ফ ভোলম্যান, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক অধ্যাপক প্রবাল দাশগুপ্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাদেকা হালিম, গবেষক ও নৃবিজ্ঞানী প্রশান্ত ত্রিপুরা, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. সফিকুল ইসলাম;

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণস্বাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস, এন.ডি.সি. এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শিরিন আখতার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সিরাজুল হক খান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষক প্রশান্ত ত্রিপুরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণস্বাক্ষরতা অভিযান-এর উপপরিচালক জনাব তপন কুমার দাশ;

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ২০১৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বর দিনব্যাপী 'প্রমিত বাংলা উচ্চারণ ও বানান : দুই বাংলার সহযোগ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

- অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন প্রকল্পের উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে ৭৬টি অটিজম বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন স্তরের ৭,৬০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন;

- শিক্ষার মানোন্নয়নে ৭টি বিভাগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ জমা দেওয়া হয়েছে;

- ২০১৫ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) মিলনায়তনে উদযাপিত হয় বেগম রোকেয়া দিবস;

বেগম রোকেয়া দিবসের আলোচনা সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ২৩ এপ্রিল এন.টি.আর.সি.এ-এর উদ্যোগে বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;

বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ সংক্রান্ত কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক পরিদর্শনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক সুপারভিশন ছক প্রণয়নসহ PEER INSPECTION বিষয়ে ২০১৫ সালের ১০ জুন জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;

PEER INSPECTION কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে 'কলেজ নিয়ে আমার ভাবনা' শিরোনামে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;

কলেজ নিয়ে আমার ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা

- Protection of Jamdani through its Multiple Uses and Safeguarding the Rights of the Artists and the Community বিষয়ক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.;

- Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (I.S.E.S.C.O.)-এর সহযোগিতায় ২০১৪ সালের ২৬-২৮ আগস্ট বিএনসিইউ সম্মেলন কক্ষে Regional Workshop on Flood Management and Flood Related Disaster Mitigation শীর্ষক ০৩ দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;

Regional Workshop on Flood Management and Flood Related Disaster Mitigation শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষাসচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক, জনাব মেসবাহ উল আলম, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বিএনসিইউ সচিব জনাব মোঃ মনজুর হোসেন।

- আইসেস্কো (I.S.E.S.C.O.) ও International Islamic Charitable Organization (I.I.C.O.) এর সহযোগিতায় ২০১৪ সালের ২৯-৩১ ডিসেম্বর National Workshop to Educate Women Leaders in the Field of Animal Production Projects and Agriculture শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় বিভিন্ন পর্যায়ের ৩০ জন নারী কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন;

National Workshop to Educate Women Leaders in the Field of Animal Production Projects and Agriculture-এ নারী কর্মকর্তা, নারী উদ্যোক্তা ও অতিথিবৃন্দ

- Safeguarding 'Jamdani'-Intangible Cultural Heritage from Bangladesh and Promoting a Creative Economy উপলক্ষে ২০১৪ সালের ২৪ আগস্ট, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সম্মেলন কক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জামদানি শিল্পের বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে Intangible Cultural Heritage হিসেবে জামদানির অস্তিত্ব ও বুননকে ধরে রাখা;

- ২০১৪ সালের ০২-০৪ ডিসেম্বর আইসেস্কোর সহযোগিতায় Regional Workshop on Promoting Climate Change and Energy Management Education for Secondary School Teachers and Education Managers শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কমিউনিটি ও স্থানীয় প্রশাসনে জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত শিক্ষা প্রসারে সহযোগিতা গড়ে তোলা। বিভিন্ন পর্যায়ের ২৬ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে মালয়েশিয়ার একজন কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন;

Promoting Climate Change and Energy Management Education for Secondary School Teachers and Education Managers শীর্ষক কর্মশালায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- EIU Best Practices 2014-award, Wenhui Award for Educational Innovation 2014, ISESCO Prizes for Science and Technology, 2014, UNESCO/ISEDC Fellowships Programme, UNESCO/Poland Fellowships Programme, UNESCO International Literacy Prizes ইত্যাদি পুরস্কারের জন্য প্রার্থিতা আহবান করা হয়। UNESCO/KOREA Fellowships Programme ২০১৪-এ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ ফজলুর রহমান নির্বাচিত হন এবং তিনি ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর হতে ৩১ অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ফেলোশিপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন;

- ২০১৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে আগত শিশুরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন দাখিল(ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের সাধারণ বিষয়ের সিলেবাস পরিমার্জনের জন্য ২০১৫

সালের ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি দু-দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সাধারণ বিষয়ের (কুরআন মজিদ ও তাজবিদ, হাদিস শরীফ ও ফিকাহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, পদার্থ, রসায়ন, গণিত, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি) সিলেবাস পরিমার্জন করা হয়;

- এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম পরিচালিত ১৪১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে এন.এস.এস -২ ও ৩ বাস্তবায়নে সিলেবাস ও নম্বর বিন্যাস নির্ধারণ করার জন্য ২০১৫ সালের ৩০- ৩১ জানুয়ারি, ৫-৬ ফেব্রুয়ারি এবং ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি তিনটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;

- ২০১৪ সালের ২-৪ জুলাই এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের রসায়ন বিজ্ঞান বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়;

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত প্রকৌশল ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনাকারী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক, কারিকুলাম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনায় মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে মোট ১৩টি ব্যাচে কর্মশালার আয়োজন করা হয়;

- ৬ষ্ঠ শ্রেণির কুরআন মজিদ, আকাইদ ও ফিকহ আরবি ১ম পত্র এবং আরবি ২য় পত্রসহ ৪টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক IDMT-তে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ২০১৫ সালের ১৮ জুন নায়েম-এ অনুষ্ঠিত কর্মশালার মাধ্যমে রূপান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন;

- বিশিষ্ট লেখক ও সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯৬তম নির্বাহী বোর্ডসভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন;

- ২০১৪-১৫ সময় পর্বে বিভিন্ন দেশে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক সভা, সেমিনার ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিবসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এসব সভা, সেমিনার ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ইউনেস্কোর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তেহরানে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান, কারিগরি ও উদ্ভাবনী সম্মেলনে ভাষণ দেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

উন্নয়ন প্রকল্প : সময়োপযোগী উদ্যোগ

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা মনোন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৩৪টি পাবলিক ও ৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১৮৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কয়েকটি উপপ্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সৃজনশীল কর্মে উৎসাহ প্রদান ও গবেষণার পরিবেশ তৈরির জন্য Academic Innovation Fund সৃষ্টি করা হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশ গবেষণা ও শিক্ষা নেটওয়ার্ক (BdREN)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সাথে আন্তর্জাতিক একাডেমিক কমিউনিটি এবং তথ্যভাণ্ডারের সাথে সংযুক্ত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের কর্মশালায় প্রধান অতিথি মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এম.পি

- UNESCO Participation Programme ২০১৪-১৫ এর আওতায় ০৫টি প্রকল্প কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।
- Elimination of Gender Gap Through 'Moromigan' a Popular Folk Item of Bangladesh' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পল্লী উন্নয়ন সংস্থা; ইউনেস্কো প্রকল্পটির জন্য ২৫,৮০০ (ইউ.এস.) ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে;
- Training of Library Professionals of Non-Government Higher Secondary level Colleges of Bangladesh on Information

Communication Technology প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। ইউনেস্কো প্রকল্পটির জন্য ২৫,০০০ (ইউ.এস.) ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো, বেসরকারি উচ্চমাধ্যমিক কলেজের লাইব্রেরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

- Development and Publication of Manuals for Training Course on Senior Staff Course on Education and Management (SSCEM) for Professors (BCS General Education Cadre) and Principals of Degree Level Non-Government Colleges. প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে নায়েম। ইউনেস্কো প্রকল্পটির জন্য ২৫,০০০ (ইউ.এস.) ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে;

- Preservation and Promotion of the Songs of Abdul Alim, the Legendary Folk Singer of Bangladesh প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে আবদুল আলীম ফাউন্ডেশন। প্রকল্পটির জন্য ইউনেস্কো ২৬,০০০ (ইউ.এস.) ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে;

- 'Bangladesh Sustainable Development Learning Project: Saving River Bangshi in Savar through involvement of Students and Community- Training Research Education for Empowerment (T.R.E.E) প্রকল্পের জন্য ইউনেস্কো ২৫,৯৮১ (ইউ.এস.) ডলার ফান্ড প্রদান করে;

- বিএনসিইউ এবং কোরিয়া ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো-এর যৌথ উদ্যোগে ভোলার দৌলতখান থানার চরখলিফা ইউনিয়নে বয়স্কদের সাক্ষরতা বিষয়ক একটি প্রকল্প (Literacy Campaign for the Women of Char Khalifa, one of the marginalized communities of Bangladesh) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে– প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নের ৫০০ জন নিরক্ষর নারীকে সাক্ষর করে তোলা। কোরিয়া ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ২০,০০০ ডলার প্রদান করেছে;

- ২০১৩ সাল পর্যন্ত K.N.C.U. RICE প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ২০১৪ সালে RICE প্রকল্পটি নতুন আঙ্গিকে UNESCO Bridge Climate Change Education Project নামে শুরু হয়।

- ২০১৪ সালে ৫টি প্রকল্পের মধ্যে K.N.C.U. তে ৩টি প্রকল্প চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়। মনোনীত তিনটি প্রকল্পের মধ্যে ২০১৪ সালে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য K.N.C.U. থেকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০১৫ সালে বাস্তবায়িত প্রকল্প হলো : Green School Project for Rural Bangladesh.

- Wenhui Award for Educational Innovation 2015, Kalinga Prize- 2015, UNESCO Hamdan Prize-2015, MAB Young Scientist Award-2015, UNESCO Japan Prize, UNESCO/ISEDC Fellowships Programme, UNESCO International Literacy Prizes 2015 ইত্যাদি পুরস্কারের জন্য প্রার্থিতা আহবান করা হয়। UNESCO/Korean Fellowships Programme-এ ২০১৫ সালে শিক্ষা ক্যাডারের দু-জন কর্মকর্তা বিএনসিইউ-এর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব আফসানা আইয়ুব নির্বাচিত হন এবং তিনি ফেলোশিপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

- বিএনসিইউ প্রস্তাবিত Documentation on Islamic Heritage Sites in Dhaka City এবং Librery Development Project, Madrasa-E-Aliya, Dhaka শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন করে আইসেস্কো। ইউনেস্কো প্রতি প্রকল্প বাস্তবায়নে ৫,০০০ ইউ.এস. ডলার প্রদান করে;

- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এবং কোরিয়ান ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের উদ্যোগে জামদানিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে Safeguarding 'Jamdani'-Intangible Cultural Heritage from Bangladesh and Promoting a Creative Economy শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে;

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৪১৪ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামের নির্মাণ ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অডিটোরিয়ামের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ছাড়াও ইনস্টিটিউটের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;

- কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থীদের মাঝে জেন্ডার সমতা, মূল্যবোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা মহানগর, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার ৩০০টি স্কুল ৫০টি মাদরাসায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে হলো :

- ১০-১৯ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য বয়:সন্ধিকাল বান্ধব সেবা প্রদান;
- ১০-১৯ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সমতাভিত্তিক আচরণ ও সম্মানবোধ তৈরি;
- GVB I A-SRHR প্রতিরোধে প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি কার্যকর মডেল উপস্থাপন;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
- কর্মশালা, সেমিনার ও সভা আয়োজন;
- প্রকল্প এলাকার ৩০০টি স্কুল ও ৫০টি মাদরাসায় একটি করে কম্পিউটার প্রদান;
- আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন;
- বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে GBV I A-SRHR সম্পর্কিত তথ্য প্রদান এবং প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

কারিগরি শিক্ষা : দক্ষ মানবসম্পদ

কারিগরি শিক্ষা সপ্তাহে স্টল পরিদর্শনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

বর্তমান সরকার জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ও অর্জন নিচে উল্লেখ করা হল :

- কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণের গুণগত মান, শিল্প এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (N.S.D.C) গঠন করা হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (N.T.V.Q.F.) প্রবর্তন করা হয়েছে;
- N.T.V.Q.F. -এর আওতায় দেশের ৪৯টি প্রতিষ্ঠানকে R.T.O.-including Assessment Center হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন অকুপেশনের কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Pre-voc-২, Level-১ এবং Level-২-এর কোর্স অনুযায়ী আর.পি.এলসহ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে;

- পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আর.পি.এল.)- এর জন্য অর্থাৎ, যাদের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু সার্টিফিকেট নেই; N.T.V.Q.F.- এর আওতায় তাদের সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে সারা দেশের ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে;
- নির্বাচিত ১০টি আর.পি.এল. অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারে ৪৩৯৪জনের অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৩৪৯৬ জন দক্ষতা সনদ অর্জন করেছেন;

নির্বাচিত ৯৩টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (৪৩টি সরকারি এবং ৫০টি বেসরকারি) ৪০,৭৯০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। ৮৬৪৮৪ শিক্ষার্থীকে মাসিক ৮০০.০০ (আটশত টাকা) হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এর পরিমাণ ৯২৫৮.৫৩ লাখ টাকা;

- নির্বাচিত ৩৩টি (২৫টি সরকারি এবং ৮টি বেসরকারি) পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর প্রতিটিকে Implementation Grant হিসেবে সর্বোচ্চ ৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- বেকার যুবকদের কর্মমুখী করার লক্ষ্যে ৬৪টি (৪৭টি সরকারি এবং ১৭টি বেসরকারি) সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৬৮৯২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৩২টি ট্রেডে ৬ মাস/৩৬০ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতি প্রশিক্ষণার্থীকে মাসে ৭০০.০০ (সাতশ) টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে;
- Full Teaching Strength প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় ৪৯টি পলিটেকনিক/সমমানের ইনস্টিটিউটে ৬৪২ জন শিক্ষককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ/ইনস্টিটিউট, ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ৬৪টি প্রতিষ্ঠানে ৩২০টি মল্টিমিডিয়া কাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। এস.এস.সি(ভোক) ও এইচ.এস.সি(ভোক) স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয় আবশ্যিক করা হয়েছে;
- শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ৫১টি শূন্য পদে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৩০টি শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২১০টি স্থায়ী পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮২৫ জন শিক্ষক ও ১৫২ জন কর্মচারীসহ মোট ৯৭৭ জনকে এম.পি.ওভুক্ত করা হয়েছে এবং ৫৪৪ জন শিক্ষক ও ৪১৯ জন কর্মচারীসহ মোট ৯৬৩ জনকে উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়েছে;
- পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের টেকনোলজিভিত্তিক বিদ্যমান আসন সংখ্যা ৪৮ থেকে ৬০ এ উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করা সম্ভব হবে;

কারিগরি শিক্ষায় মেয়েদের কোটা ২০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে।

- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের ৭৫ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষার প্রসারে প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা হবে। এ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে;
- বিদ্যমান ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশাপাশি বরিশালে আরও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- মাগুরা ও মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ১১৩টি পদ স্থায়ীকরণ করা হয়েছে;
- ৯ম গ্রেড থেকে ২৯৭ জন কর্মকর্তাকে ৭ম গ্রেডে এবং ৫৯ জন কর্মকর্তাকে ৬ষ্ঠ গ্রেড হতে ৫ম গ্রেডে Selection Grade প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ : দিনবদলের উদ্ভাবন

- নায়েম এর গবেষণা ও তথ্যায়ন বিভাগের অধীনে শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১২টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে;
- এ অর্থবছরে ব্যানবেইস পরিচালিত ৩টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। যেগুলো হলো :

১. Study of Effectiveness of Public web portals in Education Sector in Bangladesh and Wayout.

২. Study Report on Prospects and Challenges of Using ICT in Madrasa Education at Dakhil Level.

৩. Study Report on Status of Physical status of Private Universities to Ensure the Quality Education.

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও লোকবল নিয়োগ করা হয়েছে। সমীক্ষা কার্যালয়ে অত্যাধুনিক সার্ভার মেশিন স্থাপনসহ ইন্টারনেট, ওয়াইফাই সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের প্রথম ধাপে ভাষা বিষয়ক তথ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;

- KOICA-র সহায়তায় Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০ জন শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

U.I.T.R.C.E.-এর ল্যাব অ্যাসিসটেন্টদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্যাটাগরি নির্ধারণ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে Performance Based Management (P.B.M.) পদ্ধতি কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শনের ছক পরিমার্জন এবং পিবিএম ম্যানুয়েল সংশোধন করে বিদ্যালয়সমূহে বিতরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯০,০০০ শিক্ষককে পিবিএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এ অর্থবছরে নায়েমের আয়োজনে ৭,২৪৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে স্থাপিত ১২টি Digital Language Laboratory-এর মাধ্যমে ২০০০ শিক্ষার্থী বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;

- এ প্রকল্পের আওতায় ২৩,৮৩৮ জনকে (শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ) এবং ১২দিনব্যাপী Digital Content Development বিষয়ে ৪৫৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

কম্পিউটার বেসিকস ও অফিস প্রোডাক্টিভিটি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন

- ব্যানবেইসের উদ্যোগে উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং এণ্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (U.I.T.R.C.E.)-এ নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়;

- ব্যানবেইসে রাজস্ব খাতে ৮০০ জন ও উন্নয়ন খাতে ৫২০ জন শিক্ষককে (সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) আই.সি.টি. বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট (T.Q.I.-II)-এর আওতায় ৫৬,১৫০ জন শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সিপিডি ফর ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে ১৬,৬৭২ জন শিক্ষককে ১৪ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩দিনের টি.ও.টি. কোর্সে ৭৭ জন, ৬দিনের টি.ও.টি. কোর্সে ৪৫৪জন, প্রধান শিক্ষক/সুপার/অধ্যক্ষ (২১ দিনের লিডারশিপ প্রশিক্ষণে) ৩৮৭৯ জন, এস.এম.সি এবং পি.টি.এ. কোর্সে ৩৬৮৭৯ জন শিক্ষককে ১৪ দিন মেয়াদি সি.পি.ডি. (সাবজেক্ট) বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

অ্যাডভান্সড আই.সি.টি. ট্রেনিং কোর্সে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

- টি.কিউ.আই.-২ প্রকল্পের আওতায় ৩৪,৩৭৬ জনকে এসএমসি/গভর্নিং বডির সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- Secondary Education Sector Investment Program (S.E.S.I.P.) এর আওতায় শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ে ১,৮৫,০৪৭ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১,৬৬,২৭৫ জন এবং ২০১৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ১৮,৭৭২ জন শিক্ষককে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪ সালে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বিষয়ে ৪৪,৩৪৪ জন শিক্ষক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০১৫ সালে ২৫,৮৫৪ জন এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ১৬,১২২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

প্রশিক্ষণে দলীয় কাজে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে জীবন দক্ষতাভিত্তিক ২৪০ জন, G.I.S. Training -এ ২৪ জন, অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থপনায় ৬৭৬ জন, প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে ১৫৯ জন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণে ৩৫৪০ জন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক T.O.T. কোর্সে ২৪০ জন, Young Champion (T.O.T.Course), L.S.B.E.-এ ১৮৬ জন, L.S.B.E. Basic Course-এ ১৪৭০ জন, L.S.B.E. Refreshers Course-এ ৭২০ জন, I.C.T. (T.Q.I.-২) ৩২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;

অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন প্রকল্পের অর্থায়নে নায়েম Autism and Neuro-Developmental Disability বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্স-এর আয়োজন করে। তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে ঢাকা মহানগরের মাধ্যমিক স্তরের ৯৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন প্রকল্পের উদ্যোগে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে তিন দিনের ৩২টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণে ১,৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

নায়েমে অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন প্রকল্প আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

- আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহযোগিতার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এডুকেশন কোরের কর্মকর্তাগণের (মেজর এবং লে. কর্নেল পর্যায়ের) জন্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) আয়োজিত এস.এস.সি.ই.এম., এ.সি.ই.এম, এবং শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স(কলেজ পর্যায়), শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কোর্স (মাধ্যমিক পর্যায়)-এ সেনাবাহিনী কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে;

- নায়েমে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ এবং মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল ও কলেজ-এর শিক্ষকবৃন্দকে বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে মোট ২৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন;

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নায়েমের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ের ৭২টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ২,৮১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;

১৪২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট কোর্স-এর আওতায় নায়েম এর ২৭জন অনুষদ ২০১৪ সালে ১১ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন;

- নায়েমের ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকবৃন্দের জন্য English Language Teaching Course (ELT) প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ১৬ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত সিলেট, রংপুর, রাজশাহী, যশোর, খুলনা, বরিশাল এবং কুমিল্লাতে ৭টি স্যাটেলাইট রিসোর্স সেন্টার (এসআরসি)-এর মাধ্যমে ২৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন প্রকল্পের অর্থায়নে নায়েম Autism and Neuro-Developmental Disability বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্স-এর আয়োজন করে। তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে ঢাকা মহানগরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ৯৮ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন;

- অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন প্রকল্পের উদ্যোগে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে তিন দিনের ৩২টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণে ১,৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন;

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নায়েমের ২২জন অনুষদ দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন;

- পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ে ৪,৪২,০৯১ জন, পিবিএম বিষয়ে ১,৯৫৭জন, ই-লার্নিং-বিষয়ে ৬০০ জন, শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ে ৫৩,০৩৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

সিঙ্গাপুরস্থ নানিয়ান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এ ৪২০ জন শিক্ষক এ অর্থবছরের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ কার্যক্রমের আওতায় আরও ১,১৫০জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে।

- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত ৯৪০০টি মাদরাসায় ওয়েবসাইট পরিচালনা ও আপডেট করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাদরাসা-শিক্ষকদের (প্রতিটি মাদরাসা থেকে ০১জন শিক্ষক) ওয়েব পোর্টাল উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য মাস্টার ট্রেইনার তৈরির লক্ষ্যে ৪০০ মাদরাসা শিক্ষককে প্রাথমিকভাবে ০১দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- আরবি ভাষায় মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বাচনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৯৪০০ মাদরাসা থেকে ০১জন করে আরবি শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

- বি.এম.টি.টি.আই. ব্যবহারিক আরবি ভাষা, Communicative English, গণিত, বিজ্ঞান, আল-কুরআন, ইসলামের ইতিহাস এবং বাংলা বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য চার সপ্তাহব্যাপী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স (২) দাখিল ও সিনিয়র (আলিম, ফাজিল ও কামিল) মাদরাসা প্রধানদের জন্য তিন সপ্তাহের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স (৩) সিনিয়র (আলিম, ফাজিল ও কামিল) মাদরাসার বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য আরবি, ইংরেজি, গণিত ও জীববিদ্যা বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের জন্য চার সপ্তাহব্যাপী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স (৪) ইবতেদায়ি মাদরাসা প্রধানদের জন্য দুই সপ্তাহের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে;

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সে ১,৭৩০ জন মাদরাসা শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- টি.কিউ.আই.-২ প্রকল্পাধীন বি.এম.টি.টি.আই.-এ পরিচালিত কোর্সসমূহে ২৯৫জন মাদরাসা শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে ই-গভার্নেন্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১ম পর্বে বোর্ডের ২০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আই.সি.টি. বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর-এর ৬৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে টি.কিউ.আই-২-এর মাধ্যমে আই.সি.টি. প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- বগুড়াস্থ জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমির মাধ্যমে ০৪টি ব্যাচে ৬৭৮ জনকে ৬ মাস মেয়াদি কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- কারিগরি শিক্ষকদের দক্ষতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর আলোকে সিঙ্গাপুরস্থ নানিয়ান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এ ৪২০ জন শিক্ষক এ অর্থবছরের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ কার্যক্রমের আওতায় আরও ১,১৫০জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে।

প্রকাশনা : সৃজনে নন্দনে

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জাতীয় দিবস ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, বই, জার্নাল, নিউজ লেটার, স্মারক ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিক্ষা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য বিষয়ক গবেষণা জার্নাল, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে।

ইউনেস্কো পার্টিসিপেশন প্রোগ্রামের সহযোগিতায় নায়েম প্রকাশিত এস.এস.সি.ই.এম প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মোড়ক উন্মোচন করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিব

- প্রতি বছর শিক্ষা জরিপ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যানবেইস গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। ব্যানবেইস প্রকাশিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা উল্লেখ করা হলো:

১. Bangladesh Education Statistics 2014

২. Traditional & Cultural Barriers of Female Education in Secondary School

৩. Present Situation of Science Education in Secondary Level in Bangladesh

৪. Impact of Status of ICT Training for School

৫. Pocket book on Bangladesh Educational Statistics 2014

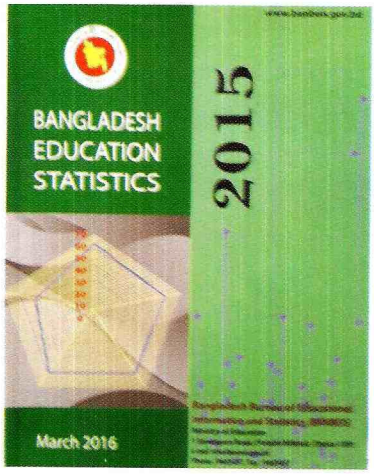

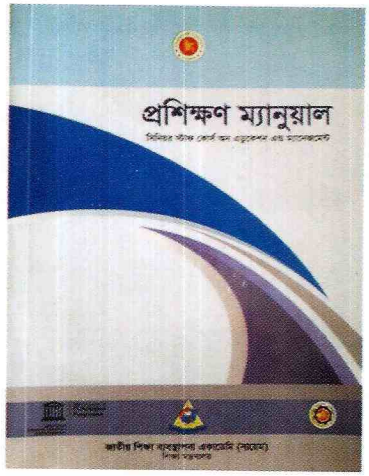

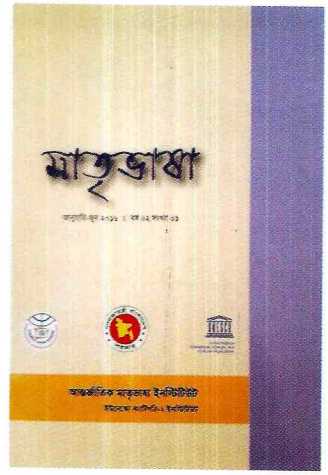

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রকাশনা

- Ethnographic Profile of North-Eastern Region Ethnic Groups in Bangladesh. Abdul Awal Biswas. January 2015, ISBN: 978-984-91060-4-3;
- Environmental Sanitation, Wastewater Treatment and Disposal. Tanveer Ferdous Saeed, Abdullah Al-Muyeed and Tanvir Ahmed. February 2015, ISBN: 978-984-8920-16-9;
- Knowledge and Competitiveness in Elite Institutions in Bangladesh : Implication for Governance. Dhiman Chowdhury. April 2015, ISBN: 978-984-91060-9-8;
- বাংলাদেশের মুসলিম সমাধি স্থাপত্য। আয়শা বেগম। সেপ্টেম্বর ২০১৫, ISBN: 978-984-91060-8-1;
- বাংলা অবাচনিক যোগাযোগ। হাকিম আরিফ। সেপ্টেম্বর ২০১৫, ISBN:978-984-91567-0-3

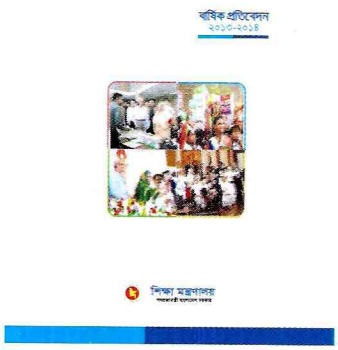

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার